হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র জীবনী

- পল্লীকবি জসিম উদ্দীন

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র রওজা শরীফ

[পল্লী কবি জসীম উদ্দিন মুর্শীদা গান সংগ্রহ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে মাইজভান্ডার দরবার শরীফের হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেন, যা তাঁর "মুর্শীদা গান" গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। এই চমৎকার তথ্য অনেকের অজ্ঞাত। পল্লী কবির অনবদ্য সহজ সাবলীল ভাষায় রচিত হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র জীবনী শরীফ সংযোজন করা হল।]

বাংলা ১২৩৩ সনের পহেলা মাঘ চট্টগ্রাম হইতে অনিতিদূরে মাইজভাণ্ডার গ্রামে পীর আহম্মদুল্লাহ সাহেব জন্ম গ্রহন করেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ মতি উল্লাহ্ এবং মাতার নাম বেগম খায়েরুন্নেছা বিবি। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া যুবক আহম্মদুলাহ ১২৬০ হিঃ সনে কলিকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় আসিয়া ভর্তি হইলেন। সেখানে তিনি জমায়াতে উলা পাশ করিয়া ১২৬২ হিজরীতে যশোর জেলার কাজী পদে নিযুক্ত হইলেন। ১২৭০ হিজরীতে তিনি যশোর জেলার কাজী পদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার মুন্সী বোয়ালী মাদ্রাসার প্রধান মোদাররেছ নিযুক্ত হন। এখানে আসিয়া ছাত্রদিগকে কোরআন হাদিসের পাঠ শিক্ষা দিতেন। তদুপরি মুন্সেফী আইন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। আর গোপনে এবাদত বন্দেগীতে সময় কাটাইতে লাগিলেন। এক বৎসর পরে তিনি মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হইয়া যাওয়ায় সে বৎসর সমগ্র পরীক্ষায় বাতিল হইয়া যায়। ইহাতে আপাততঃ তিনি বড়ই মনোকষ্ট পাইলেন। কিন্তু তিনি যে পরিণামে অগণিত জন মানুষের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে মুন্সেফী চাকুরীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়ত খোদার ইচ্ছা ছিলনা। সেই সময় তিনি প্রায়ই সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতে যাইতেন। একবার তিনি পাল্‌কী করিয়া কোথাও ওয়াজ মাহফিলে যাইতেছেন, এমন সময় তৎকালীন প্রসিদ্ধ পীর সূফী সৈয়দ আবু সাহামা সালেহ তাঁহাকে পাল্‌কী হইয়ে নামাইয়া অতি মৃদুভাবে কিছু কথাবার্তা বলিলেন। পীর সাহেবের কথা-বার্তায় যুবক আহম্মদুল্লাহ বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং বারবার তাঁহার আস্তনায় আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। ধর্ম সাধনায় যুবক আহম্মদুল্লাহর উচ্চ আসন জানিতে পারিয়া আবু সাহামা সাহেব তাঁহাকে বড় ভাই দেলওয়ার আলী সাহেবের নিকট যাইতে বলিলেন। দেলওয়ার আলী সাহেব আতি স্নেহের সাথে তাঁহাকে গ্রহন করিয়া নানা রূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই সময় এবাদত বন্দেগীতে তিনি এত সময় ব্যয় করিতেন যে, তাঁর শরীর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। হিজরী ১২৭৫ সনে তাঁহার পিতা সৈয়দ মতিউল্লাহ সাহেব এন্তেকাল করেন। মায়ের অনুরোধে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সাংসারিক সকল ব্যাপারেই তিনি উদাসীন। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় মায়ের পুনঃপুনঃ অনুরোধে লুৎফুন্নেছা বিবির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন সম্পাদিত আহম্মদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থের মতে এই স্ত্রী অত্যাল্প বুদ্ধিমতী ও রূপলাবণ্যময়ী রমণী ছিলেন। ইহার পরে পীর সাহেব অধিকাংশ সময়ই এবাদত বন্দেগীতে কাটাইতে লাগিলেন। এখন আর কোথাও

ওয়াজ নছিহত করিতে যান না। কোন অর্থ উপার্জনও করেন না। এজন্য তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিলেন। এই সহয়ে তাঁহাকে খুবই অর্থকষ্টে পড়িতে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে চারিদিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। তাঁহার পীর সাহেবের দরবারে সর্বদা ঐশী প্রেমের গান বাজনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে গোঁড়া মৌলভী সমাজে কেহ কেহ তাঁহাকে জব্দ করিতে আসিয়া তাঁহার মহত্ব ও ভালবাসায় সমস্ত হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহন করেন।

সৈয়দ আহম্মদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর জীবনী গ্রন্থে বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে। তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

(১) হযরতের প্রভাবে বিপরীত দ্রব্যে রোগমুক্তি।
(২) হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মোহসেনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত।
(৩) হযরতের কশ্‌ফ ক্ষমতায় হাটজারী মাদ্রাসার স্থান নির্ধারণ।
(৪) হযরতের প্রভাবে আহমদীয়া মাদ্রাসা ও মসজিদের স্থান নির্দেশ ও পত্তন।
(৫) হযরতের প্রভাবে সাগর ডুবি হইতে সামগ্রীসহ ভক্ত উদ্ধার।
(৬) আনার প্রদানে হযরতের আশ্চর্য কেরামত।
(৭) মসজিদে হযরতকে নুরানী জ্যোতির্ময় দেখা।
(৮) স্বপ্নযোগে হযরতের বেলায়তের পরিচয়।
(৯) বেলায়তি ক্ষমতায় হজরত কর্তৃক রোগমুক্তি।
(১০) স্বপ্নযোগে বাতেনী এলেম শিক্ষাদান।
(১১) হযরতের ফয়েজ এর্শার ও পরিচয়, জনাব মৌলভী আবদুর রহমান সাহেবের প্রতি রহস্যময় বাণী ও ফয়েজ এর্শাদ।
(১২) মহাজেরে মক্কীর সালামের উত্তরদানে অলৌকিক কেরামত প্রদর্শন ও সালাম প্রেরণ।
(১৩) তাবারৌক প্রদানে সন্তান দান।
(১৪) খানবাহাদুর ফজলুল কাদেরের প্রতি পরীক্ষার হলে রহমত বর্ষণ।
(১৫) মুর্দার প্রতি হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও দয়া।
(১৬) হযরতের বেলায়েত প্রভাবে অযোগ্যকে যোগ্যতাদান।
(১৭) কলা মারফত জাফর আলী শাহকে কশ্‌ফ শক্তিদান।
(১৮) সাগর জলে হজরতের অসাধরণ প্রভাব ও খালের গতি পরিবর্তন।
(১৯) হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে এক রাতে মক্কা শরীফ হইতে চট্টগ্রাম শহরে হাজীর প্রত্যাবর্তন।
(২০) আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বাড়ীতে থাকিয়া মক্কা-মদীনা শায়ের।
(২১) হযরতের বেলায়তি ক্ষমতায় বাহুতে হাত রাখিয়া জনৈক হাজীর অলৌকিকভাবে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন।
(২২) হযরতের বেলায়তি ক্ষমতায় নাজিরহাট হইতে বাজার প্রেরণ।
(২৩) সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব।
(২৪) হযরতের প্রতি ব্যাঘ্রের আনুগত্য।
(২৫) মহামারী আপদ-বালাই প্রভৃতির উপর হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব।
(২৬) হযরতের প্রভাবে সাধারণ দ্রব্যে কলেরা রোগ নিরাময়।
(২৭) যষ্টির আঘাতে কুষ্ঠরোগ নিরাময়।
(২৮) ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা।
(২৯) হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত।
(৩০) হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে গরুর দুগ্ধে তিক্তস্বাদ।
(৩১) হযরতের জুতার ধূলায় দুরারোগ্য রোগমুক্তি।
(৩২) হযরতের অলৌকিক প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষণ।
(৩৩) হযরতের বেলায়তি প্রভাবে মৃত্যুকালে আযরাইল ফেরত ও ষাট বৎসর আয়ু বৃদ্ধি।

(৩৪) হযরতের প্রভাবে অল্প খাদ্যে তুষ্টি ।
(৩৫) মূকের প্রতি কোরান পাঠের আদেশে অদ্ভুত কেরামতি ।
(৩৬) হযরতের অসাধারণ ক্ষমতা হাকিমের অন্তরে প্রবেশ ও রায় দান ।
(৩৭) হযরত খিজির (আ.) এর সঙ্গে হযরতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ।
(৩৮) মজহাবী মহফেলে হযরতের অদ্ভুত উপস্থিতি ।
(৩৯) বিনা ঔষধে হস্তপচা ও ক্ষতনালী আরোগ্য ।
(৪০) হযরতের স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হইতে নিরাপদ রাখার আভাস ও অভয়দান ।
(৪১) ওফাতের পর হযরতের প্রত্যক্ষ দর্শনদান ।
(৪২) হযরতের ওরশ শরীফে উট বুকিং-এ আশ্চর্য কেরামত ।
(৪৩) দরবার শরীফে নবাগত ব্যক্তির প্রতি অপূর্ব দর্শনদানে কেরামত ।
(৪৪) হযরতের প্রভাবে আয়ুবৃদ্ধি ও মৃত্যুবরণ ।

মাওলানা সূফী দেলাওয়ার হোসাইন সাহেব রচিত আহম্মদ উল্লাহ্ পীর সাহেবের জীবনী গ্রন্থে এরূপ বহু ঘটনা রহিয়াছে, তাহার সব গুলি এখানে বিস্তারিত বররণনা করিতে পারিলাম না ।

পীর সাহেব গান শোনেন । শিষ্যশাবক লইয়া উচ্চিস্বরে জিকির করেন । ইহা লইয়া একদল মাওলানা তাঁহার শিষ্যদের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । আজিমনগর নিবাসী মাষ্টার ফয়জুল্যাহ সাহেবের বাড়িতে মাওলানা মহীউদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে মাইজভাণ্ডার তরিকা মতে হালকা জিকিরের বিরুদ্ধে ওয়াজ করা জন্য দাওয়াত দেওয়া হল । পীর সাহেবের শিষ্যরাও এই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উৎসাহিত হন । কিন্তু পীর সাহেব সাগরেদদিগকে বলিলেন, "মৌলভী সাহেবেরা মুছবী তরিকার লোক । খিজিরি কাজকারবার কি বুঝবেন? তোমরা বাহাস করিওনা । আপন মনে জিকির করিয়া যাও । খোদাপ্রেমে মশগুল থাক । তাহারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে ।" সত্য সত্যই সভার নির্দিষ্ট দিনে পীর সাহেবের শিষ্যরা হালকায়ে জিকির ও গান গাহিতে গাহিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন । মাওলানা মহীউদ্দিনের লোকসভার লোকজন তাহাদের দলে আসিয়া যোগদান করিল ।

ইংরেজী ১৯০৬ সালে বাংলা ১৩১৩ সনের ১০ই মাঘ রাত্র একটার পর এই পীর সাহেব ধরাধম পরিত্যাগ করিয়া যান ।

প্রতি বৎসর এই সময়ে মাইজভাণ্ডারী ওরশ সমাধা হয় । এই উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে জমায়েত হয় । তিন চার দিন ভক্ত বৃন্দ নানা ক্যাম্পে ও কুঠরীতে থাকিয়া আপন ইচ্ছামত গান-বাজনা ও জিকির করিয়া থাকেন । কেহ কাহাকে বাধা দেয় না । রাত বারটার পর গানবাদ্য, ছেমা, জিকির বন্ধ করিয়া হযরতের ফাতেহাখানি সমধা করা হয় । ১৩ই মাঘ দিবাগত রাত্রে বিপুল আয়োজনে তাঁহার চাহারম শরীফ উদযাপন করা হয় । এই উপলক্ষে পীর সাহেবের ধনী ভক্তেরা শত সহস্র গরু ও উট আনিয়া উপহার দেন । চাল ডাল আহার্য দ্রব্যসামগ্রী কত যে আসে তাহার কোন নিরাকরণ নাই ।

প্রতি বাংলা মাসের ১০ তারিখে পীর সাহেবের মাসিক ফাতেহা কার্য সমাধা হয় । তখনও কিছু কিছু ভক্ত দরগায় আসিয়া সমবেত হন ।